আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

বিধ্বস্ত ভবনে অনুসন্ধান, উদ্ধার, অগ্নিনির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা

বাস্তবায়নে

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

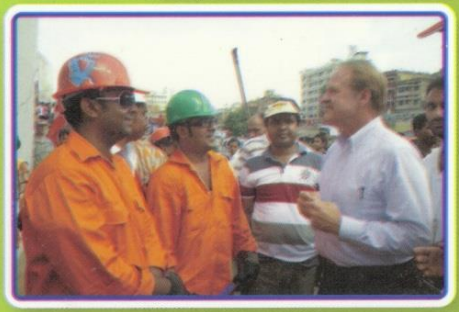

UKaid

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

Sida

Australian AID

UNDP Bangladesh

পটভূমি

সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ হিসেবে পরিচিত। এদেশে প্রায় প্রতি বছর নানা ধরণের প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ আঘাত হানার ফলে মানুষ নানা রকম বিপদাপন্নতায় পতিত হয়, ব্যাপক জীবন ও মূল্যবান সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাস, টর্নেডো, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি (খরা) ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ড, ভবনধ্বস ও জলাবদ্ধতার মতো মানব সৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রাও বহুগুন বেড়েছে। উপরন্তু সবচেয়ে মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার কোন পূর্বাভাসের ব্যবস্থা নেই সেই ভূমিকম্পের আশঙ্কার কথাও বিশেষজ্ঞগণ বেশ গুরুত্বের সংগে ব্যক্ত করছেন এবং ঢাকা শহরকে বিশ্বের দ্বিতীয় ঝুঁকিপূর্ণ শহর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যে কোন দুর্যোগে প্রথম সাড়া প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সংস্থা গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে কিন্তু এ সংস্থার জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ বিভাগের সীমিত জনবল দ্বারা বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলা করা মোটেই সম্ভব নয়। এ জন্যই বর্তমান সরকার এবং দেশের বিশেষজ্ঞগন দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য উন্নত বিশ্বের আদলে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। এর ফলশ্রুতিতে ২০০৮ খ্রিঃ হতে সমগ্র দেশের সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরে সর্বমোট ৩২০০০ হাজার আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরীর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের বিধ্বস্ত ভবনে অনুসন্ধার, উদ্ধার, অগ্নিনির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসার উপর সিডিএমপির সার্বিক সহযোগিতায় প্রশিক্ষন কার্যক্রম চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় সর্বমোট ৬২০০০ (বাষট্টি) হাজার কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরী করা হবে।

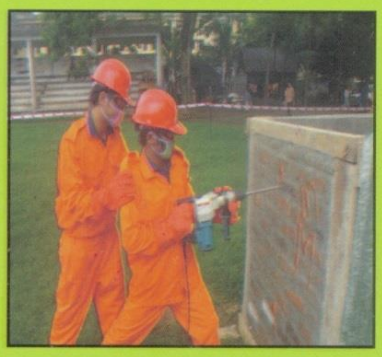

স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষনার্থীরা বিধ্বস্ত ভবনে উদ্ধারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

বিপদে বহুতল ভবন হতে নীচে নেমে আসছেন।

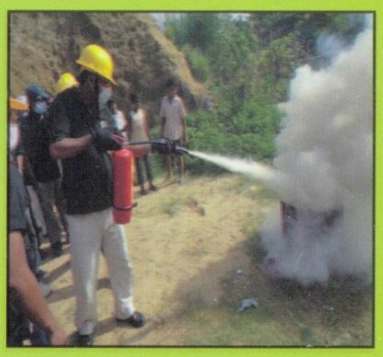

কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের অগ্নিনির্বাপণের দৃশ্য।

রুগী পর্যবেক্ষণ প্রশিক্ষণের একটি দৃশ্য।

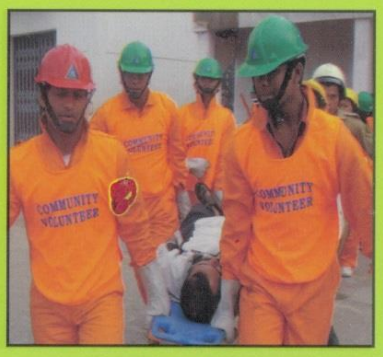

স্বেচ্ছাসেবকদের রুগী পরিবহন।

দূর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান প্রশিক্ষণ।

ভিশন

প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আরবান কমিউনিটি হতে স্বেচ্ছাসেবকদের অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজে পারদর্শী করে সফল ভাবে আরবান ডিজাস্টার মোকাবেলা করা।

মিশন

- শহর এলাকায় যে কোন ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরী করা
- আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভলান্টিয়ারদের দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষ করে গড়ে তোলা
- ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার সহিত আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের সমন্বয়ে শহর এলাকায় দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা

উদ্দেশ্য

- ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য সেবামূলক বাহিনী দূর্ঘটনাস্থলে পৌছার পরে স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক দূঘটনার তথ্য প্রদান এবং উদ্ধার কাজে সহযোগিতা প্রদান ।

- দূর্ঘটনাস্থলে ত্বরিত অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা।

- দূর্ঘটনাস্থল থেকে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা।

- দূর্যোগে আহত ও নিহদের সংখ্যা কমিয়ে আনা।

- দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ও পরবর্তীতে হাসপাতালে স্থানান্তর করা।

- ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সেবামূলক বাহিনীকে সহযোগিতা প্রদান করা ।

জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতিঃ

প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলে এ দেশে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় বলে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস কল্পে নানা ধরণের প্রতিরোধ ব্যবস্থার লক্ষে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এছাড়া বিশেষজ্ঞগন ও সুশীল সমাজ মনে করেন যে, যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় কিন্তু ঝুঁকি হ্রাস কল্পে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করলে ক্ষয়ক্ষতি পুরোপুরি প্রতিহত করতে না পারলেও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত Standing Order on Disaster - এ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবেলায় আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরীর নির্দেশনা রয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষন প্রকল্পের প্রাক কথাঃ

২০০৮ সালে জুন মাসে ইউরোপিয়ান কমিশনের মাননীয় রাষ্ট্রদূত স্টিফেন ফ্রোয়িং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নাঈম মোঃ শাহিদউল্লাহ এর নিকট অপারেশনাল কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে অপারেশনাল সাজ সরঞ্জাম হস্তান্তর করেন। তাঁর সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় অত্র অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মেজর এম এম মতিউর রহমান মহাপরিচালক এর পক্ষে আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ প্রকল্প বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির এই পরিকল্পনা ইউরোপিয়ান কমিশনের মাননীয় রাষ্ট্রদুত ও হেড অব ডেলিগেটস তাৎক্ষনিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সম্মতি প্রকাশ করেন। তখন থেকেই এ প্রকল্পের যাত্রা শুরু।

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

২০০৪ সাল হতে বাংলাদেশে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইউ এস এইড এর আর্থিক সহায়তায় National Society for Earthquake Technology (NSET), Nepal এর তত্ত্বাবধানে Programme of Enhancement & Emergency Response (PEER) প্রোগ্রামের অধীনে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অফিসারদের Medical First Responder (MFR) ও Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR) কোর্সের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিধ্বস্ত ভবনে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজের উপর আন্তর্জাতিক মানের বিদেশী প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অফিসারদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে তারা নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও ভারতে অনুষ্ঠিত একাধিক কোর্সে রিজিওনাল প্রশিক্ষক, কোর্স কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন।

সিডিএমপি এর আর্থিক সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের MFR ও CSSR গ্রাজুয়েটদের মধ্য হতে ৬ জন কর্মকর্তা সিংগাপুর সিভিল ডিফেন্স একাডেমী হতে Urban Search and Rescue (USAR) কোর্স সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন।

অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও একজন উপ পরিচালক সিংগাপুরে অনুষ্ঠিত Urban Search and Rescue (USAR) বিষয়ের উপর একটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহন করেন । পরবর্তীতে একজন পরিচালক ও একজন কর্মকর্তা USAR Advance কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন।

প্রশিক্ষনের বিষয়বস্তু

কোর্সের পরিচিতি ঃ-

- প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষনার্থী ও সাপোর্ট স্টাফদের পরিচিতি
- কোর্সের বিষয় ও পালনীয় নিয়মাবলী
- কোর্সের প্রাপ্ত সুবিধা সমূহ

ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা ঃ-

- ভুমিকম্পের সংজ্ঞা, কারন, তিব্রতা ও প্রচন্ডতা
- ভুমিকম্পের পূর্বে, ভুমিকম্পের সময় ও ভুমিকম্পের পরে করণীয়

সিএলসিএসএসআর সংগঠন ও অপারেশনাল কার্যক্রম ঃ-

- অপারেশনাল স্কোয়াড
- অপারেশনের ধাপ সমূহ
- অপারেশনের পরিধি

অবকাঠামো নির্মাণ সামগ্রী ও ভাঙ্গার ধরণ ঃ-

- নির্মাণ সামগ্রী এবং ভাঙ্গার ধরন
- বিধস্ত ভবনে জীবিত ভিকটীম পাওয়ার সম্ভব্য স্থান সমূহ

অপারেশনাল নিরাপত্তা ঃ-

- নিরাপদ ও অনিরাপদ কর্মক্ষেত্র
- নিরাপত্তা পরিকল্পনা
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী
- সেফটি অফিসারের দায়িত্ব কর্তব্য

অনুসন্ধান ও স্থান চিহ্নিতকরন ঃ-

- অনুসন্ধান পদ্ধতি, প্রকারভেদ
- ভিকটীম মার্কিং পদ্ধতি
- বিধ্বস্ত ভবনে মার্কিং

প্রশিক্ষনের বিষয়বস্তু

টুলস, ইকুইপমেন্টস ও এক্সেসরীজ ঃ-

- সংজ্ঞা
- রক্ষনাবেক্ষন
- অপারেশনাল পদ্ধতি

উদ্ধার কলাকৌশল ও পদ্ধতি ঃ-

- ভিকটীমের নিকটবর্তী হওয়ার পদ্ধতি
- বিধ্বস্ত ভবনে প্রবেশের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়
- কাটিং ও পেনি ট্রেনিং পদ্ধতি

জরুরী উদ্ধার পদ্ধতি ভার উত্তোলন ও ভার স্থিতিশীল করন ঃ-

- ভার উত্তোলনের নিয়মাবলী
- ভার উত্তোলনের পদ্ধতি ও স্থিতিশীল করন

প্রাথমিক চিকিৎসা ও রোগী পর্যবেক্ষণ ঃ-

- সংজ্ঞা
- চিকিৎসার পরিধি
- রোগী পর্যবেক্ষন পদ্ধতি

ক্ষত ও হাড়ভাঙ্গা ঃ-

- ক্ষত ও রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা
- স্প্লিন্টিং ও হাড়ভাঙ্গার প্রাথমিক চিকিৎসা

অগ্নিনির্বাপন ও ইভাকুয়েশন ঃ-

- আগুনের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ
- শ্রেণী বিন্যাস
- শ্রেণী বিন্যাস ভিত্তিক অগ্নি নির্বাপন
- জরুরী নির্গমন পদ্ধতি

বাস্তব মহড়া অনুশীলন ঃ-

- ভলান্টিয়ারদের অপারেশনাল মহড়া
- ব্যবহারিক অগ্নি নির্বাপন
- ব্যবহারিক উদ্ধার

ফায়ার সার্ভিসের সহিত ৪০ জন আরবান কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক এর অপারেশনাল কার্যক্রমের পরিকল্পনা

স্বেচ্ছাসেবক ৪০ জন
ফায়ারম্যান ০৩ জন

সার্চ টিম:-১
৬ জন স্বেচ্ছাসেবক

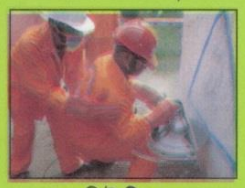

রেসকিউ টিম:-১
১১ জন স্বেচ্ছাসেবক

সার্চ টিমের কাজ

- তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়সাধন
- দূর্ঘটনাস্থলের নিরাপত্তা বিধান
- অবকাঠামো পর্যবেণ ও নিরাপত্তা যাচাই
- বাহিরে খোলা স্থানে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করা
- অবকাঠামোর মার্কিং তৈরী করা
- ডায়াগ্রাম তৈরী করা

রেসকিউ টীমের কাজ

- ভিকটিমদের উদ্ধার করা
- কার্যক্ষেত্রকে ঝুঁকিমুক্ত করা
- ভিকটিমের নিকট গমন ও উদ্ধার কলাকৌশল
- ধাতব পদার্থ. কাঠ, ইট অথবা কংক্রিট কাটা
- ধ্বংসস্তুপ সরানো
- ভিকটিমের নিকট গমন ও উদ্ধার

সার্চ টিম:-২
৬ জন স্বেচ্ছাসেবক

রেসকিউ টিম-২
১১ জন স্বেচ্ছাসেবক

ফার্স্ট এইড টীম
০৬ জন স্বেচ্ছাসেবক

ফার্স্ট এইড টীমের কাজ

- জীবন রক্ষা/ত্রাণ বা উপসমের ব্যবস্থা করা
- রক্তপাত বন্ধ করতে হবে
- কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে
- রোগী শক পেলে চিকিৎসা করতে হবে
- রোগীর অবস্থা যাতে আরো অবনতির দিকে না যায় তার ব্যবস্থা করা
- আরোগ্য লাভ বা পুনরুদ্ধারের অগ্রগতি সাধনের সহায়তা করা
- ভাঙ্গা হাড় অনড় করা

স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণের সাফল্য

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এ যাবৎ ৩টি সিটি কর্পোরেশনে পাইলট প্রকল্প ও মূল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬৫০০ স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগন ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দুর্যোগে কাজ করে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সরকার ও সুশীল সমাজের ব্যাপক প্রসংশা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সিডিএমপির ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর জনাব আব্দুল কাইয়ুম বক্তব্য রাখছেন।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে মহাপরিচালক বক্তব্য রাখছেন।

সম্প্রতি চট্টগ্রামের বাটালি হিলের ভূমিধ্বসে স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের সাথে উদ্ধার অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছে। এভাবে ছোট ছোট উদ্ধার কাজে অংশ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে তারা বড় দুর্যোগ সংঘটিত হলে তা মোকাবেলায় ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা করি।

সম্প্রতি বাংলাদেশে আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, আনসার, বিএনসিসি এর বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারদের মাঝেও বিধ্বস্ত ভবনে অনুসন্ধান, উদ্ধার, অগ্নি নির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে একাধিক কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে।

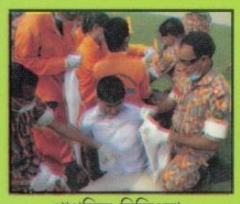

প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণের দৃশ্য।

ভূমিকম্প মহড়ার দৃশ্য।

গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে অগ্নিনির্বাপণের দৃশ্য।

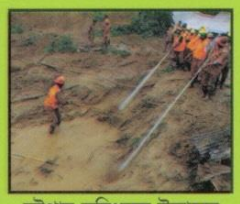

চট্টগ্রাম ভূমিধ্বসে উদ্ধারের একটি দৃশ্য।

জাতিসংঘ প্রতিনিধি মিস মার্গারেটা

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে ফায়ার সার্ভিসের প্রশিক্ষণ।

বাটালি হিল ভূমিধ্বসে উদ্ধার তৎপরতা।

সেনাবাহিনী ও সেচ্ছাসেবকদের সিডিএমপি প্রশিক্ষণ।

উদ্ধারকার্যে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি।

শ্রীলংকার দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নশীল এ দেশটিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর যে সকল দাতা সংস্থা অর্থায়ন করেছে তাদের প্রতি বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ ইউকে এইড, ইউরোপীয় কমিশন, সিডা, অস্ট্রেলিয়ান এইড, নরওয়ে এম্বাসী ও ইউএনডিপি, Comprehensive Disaster Management Programme, Ministry of Disaster Management & Relief, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health, Ministry of Information and Technology, City Corporation, Print & Electronic Medias, NARRI Consortium যেভাবে এ দেশে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরীতে ফায়ার সার্ভিসের প্রতি তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন সেজন্য তাদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।